অমর চিত্র কথা

নং ৬ ৭৫ পয়সা

তিনটি শূওর ছানা

ইণ্ডিয়া বুক হাউস, ২৪৯, ডঃ দাদাভাই নওরোজি রোড, বোম্বাই-১ এর পক্ষে এইচ. জি. মিরচান্দানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং এ. ভি. পোতনিস্ কর্তৃক শ্রী অফসেট প্রেস, ৭এ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ত্রিমবক রোড, নাসিক-৫ থেকে মুদ্রিত।

কপিরাইট-অক্টোবর ১৯৬৪ গিল্‌বারটন কোম্পানী, (ইনকরপোঃ), ১০১, ফিফথ এভিন্যু, নিউ ইয়র্ক ৩, ইউ. এস. এ।

অনুবাদ সংস্করণ আমেরিণ্ড পাব্লিশিং করপোরেশানের (নিউ ইয়র্ক) সহযোগিতায়।
পরামর্শদাতাঃ অনন্ত পাই

অনুবাদকঃ লীলা মজুমদার

indrajal.blogspot.in

তিনটি শুওর ছানা

Indraindrajal.blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

কাজেই তিনটি শূওর ছানা বেরিয়ে পড়ে খোলা দুনিয়াতে যে যার পথ ধরল।

প্রথম শূওর ছানাটা ছিল বড় সুখী শূওর ছানা। ঠিক কুঁড়ে না হলেও, কোনো কাজ করতে আরবার উপায় পেলে, সেই উপায়ই দেখত।

খড় কিনে শূওর ছানা বাড়ি তৈরি শুরু করল।

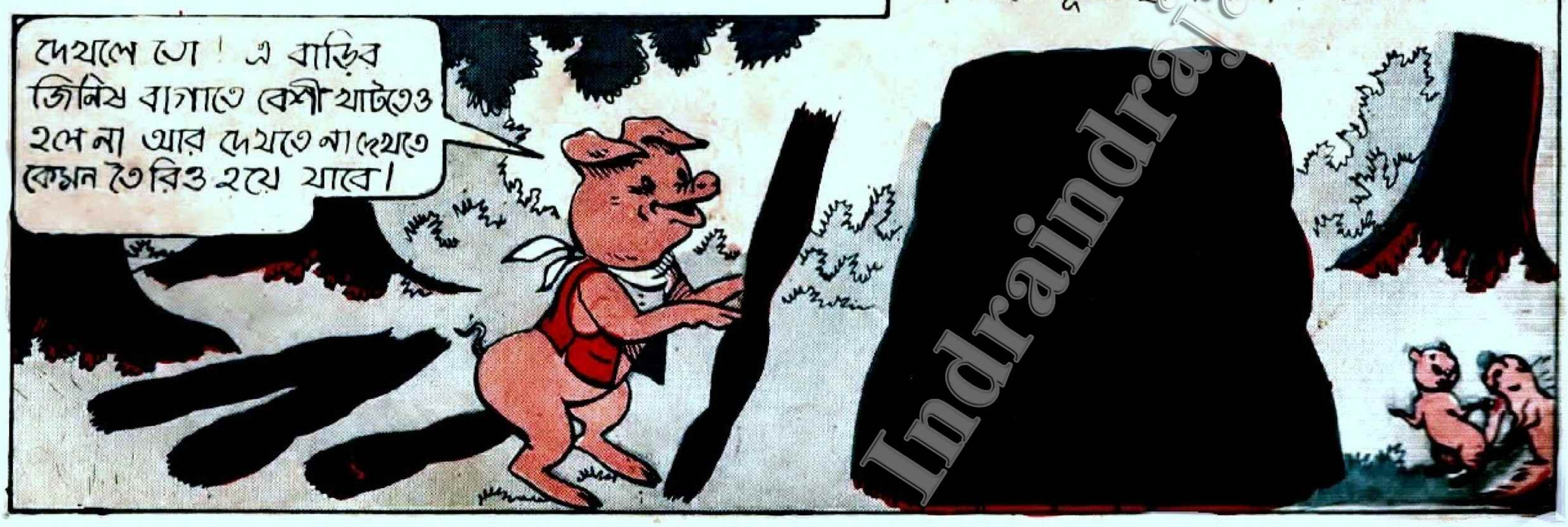

Indraindra.blogspot.in

দ্বিতীয় শূওর ছানাটা ছিল একটা মজার শূওর ছানা। সেও ঠিক বুঁড়ে না হলেও, কোনো কাজ **তাড়াতাড়ি** করবার উপায় পেলে, সেই উপায়ই দেখত। তা হলে খেলার জন্য ঢের সময় পাওয়া যেত।

ঐ কাঠগুলোর জন্য কত চাও?

তিনটে পয়সা দিলেই চলবে, শূওর ছানা!

শূওর ছানা কাঠ কিনে বাড়ি তৈরি শুরু করলে।

হুঁঃ! মা বলে নাকি খুব খাটতে হবে! এ বাড়ি করতে দেখছি ভারি মজা আর এইতো হয়েই গেল বলে!

বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে শূওর ছানা দুটো আরাম করবার আর খেলা করবার ঢের ঢের সময় পেলে।

Indrajal.blogspot.in

অমনি সে একটা মজবুত বাড়ি করতে লেগে গেল।
খড়ের বাড়ি আর কাঠের বাড়ির চেয়ে ইটের বাড়ি করতে সময়ও বেশী লাগল।
ইটের বাড়ি যখন একেবারে শেষ হল, তখন তৃতীয় শুওর ছানা তার কাজের তারিফ করতে দুই দাদাকে ডেকে আনল।
বাঃ! চমৎকার হয়েছে, এবার খেলতে এসো।
তাহলে চল এবার সহরে গিয়ে মজা দেখা যাক।
তোমরা দুজনে যাও, আমার আরো কাজ আছে!
ওকে অত খাটতে দেখলেও আমার ক্লান্ত লাগে।
দূর, ওর জন্য ভেবো না। ও খাটতেই ভালোবাসে! ভারি বোকা।

এদিকে কাছেই একটা বনের মধ্যে নেকড়ে বাঘটা থাকত। ভারি দুষ্টু, বেজায় চালাক আর ভীষণ তার খিদে! রোজ রোজ ঐ কাঠবেড়ালি পোড়া, ভাম ভাজা আর চোরাই মুরগি সিদ্ধ খেয়ে আর তার পেট ভরে না। যে জিনিষটা তার খাবার সাধ, সেটা হল শুওর... বিশেষতঃ কচি শুওর ছানা।
একদিন সকালে সুখের স্বপ্ন ভাঙতেই নেকড়ের নাকে এল সুগন্ধ ...
নোনা শূওর! শূওর ভাজা! পাকানো শূওর! কচি তাজা শূওরের গন্ধ পাচ্ছি!
আহা, ঐ তো আমার খাবার গো! ধরা পড়ার আশায় বসে আছে!
দোলনায় একটু ঠেলো দিই, কেমন শূওর ছানা?
ন-ন-না! অনেক ধন্যবাদ!

Indraindrajal.blogspot.in

নেকড়ে তখন হাঁপ দিলে আর ঝাঁপ দিলে আর ফুঁ দিয়ে ঘর উড়িয়ে নিলে।
আর মোটা মোটা শুওর ছানাকে প্রান নিয়ে পালাতে হলো।
বাঁচাও! বাঁচাও!
ও শুওর ভাই, ও শুওর ভাই!
ও-ও-কে এখানে এ-এ নো না!

কি করব, ভাই, পেছন পেছন ছুটে এলে!

সে যাক গে, এখন তো আমরা নিরাপদ। এই দরজার ছিটকিনিটা খুব শক্ত!

শূওর ছানা, শূওর ছানা, আমাকে একটু চুকতে দেনা!

দাড়িতে মোদের রোঁয়া থাকতে, তা হবে না, তা হবে না!

তবে হাঁপ দেব আর কাঁপ দেব আর ফুঁ দিয়ে ঘর উড়িয়ে নেব!

Indrajaal.blogspot.in

এই না বলে, নেকড়ে হাঁপ দিল আর কাঁপ দিল আর ফুঁ দিয়ে ঘর উড়িয়ে নিল!

আর মোটা মোটা শূওর ছানাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হল!

বাঁচাও!

বাঁচাও!

শূওর ভাই! শূওর ভাই!

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই!

খিড়কি দোর দিয়ে গুটি গুটি পালালে হয়!
হ্যাঁ, এই বাড়িটাকেও ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে নেবার আগেই!
যে যেখানে আছো, সেখানেই থাকো!
ও শুওর ছানারা, ও শুওর ছানারা, আমাকে ঢুকতে দে না!
তাহলে আমি **হাঁপ** দেব আর **কাঁপ** দেব আর **ফুঁ দিয়ে** ঘর উড়িয়ে নেব!
দাড়িতে মোদের রোঁয়া থাকতে তা হবে না, তা হবে না!

নেকড়ে তখন হাঁপ দিল আর ঝাঁপ দিলে আর হাঁপ দিলে আর ঝাঁপ দিলে আর
হাঁপ দিল আর ঝাঁপ দিল, কিন্তু সেই শক্ত ইটের বাড়ি উড়িয়ে
নিতে পারল না!

তারপর সেই দুষ্টু নেকড়ে, সেই চালাক নেকড়ে, এখনো-যার-পেটে-খিদে সেই নেকড়ে, শূওর-ভোজ না খেয়েই বনে ফিরে গেলে!

ইস, ওর মুখটা দেখলে!

মনে হল বুঝি ফেটে চৌচির হবে!

এখনকার মতো গেছে বটে কিন্তু ও আবার আসবে!

হ্যাঁ! আবার আসবে?

নিশ্চয়, নেকড়ে অত সহজে ছেড়ে দেয় না!

ঠিক তাই। বনে গিয়ে নেকড়ে ফন্দি আঁটতে লাগল।

আচ্ছা, শূওর ছানারা কোন জিনিষ সবচেয়ে ভালোবাসে? শালগম! ওই দিয়েই ধরব ওদের ... শালগম!

Indraindrajal.blogspot.com

Indrajal.blogspot.in

পরদিন ভোর পাঁচটায় ...
কই, দাদারা, আমার সঙ্গে যাবে না কি?
এত ভোরে? আমি যাব না
পাগল তো হই নি। আমিও যাব না!
কাজেই তৃতীয় শুয়োর ছানা একাই চলল।
নেকড়ে তো ঠিক বলেছিল; খাসা শালগম!
এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হয়। সে যদি একটু আগেই আসে!

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায় ...
কে ওখানে?
আমি তোমাদের নেকড়ে দাদা, চলে, শালগম আনি!
তোমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ও তো শালগম নিয়ে ফিরে এসেছে!
এখন ও শালগমের সুরুয়া বানাচ্ছে। গন্ধ পাচ্ছ না?
বটে, বটে! এবারো আমাকে জব্দ করলে! কিন্তু আর নয়!
চলে গেল! কি মজা! কই, সুরুয়া হল নাকি?
খুব বোকা বানানো গেছে! সুরুয়ার গন্ধটি তো বেড়ে!
যারা সুরুয়ার জন্য খাটে না, তারা সুরুয়া খেতে পায় না।

Indraindrajal.blogspot.in

পরদিন ভোর চারটায়...
বোকা নেকড়ে বুড়ো ভেবেছিল আমাদের ঠকাবে!
এমনি হাঁদা দেখেছ কখনো?
অত কথা নয়! তাড়াতাড়ি করতে হবে।
ঠিক তখনি...
এইবার বাগে পেয়েছি!
এবার আমাকে ঠকাতে পারলে না!

যখনি ইচ্ছে হবে, নেমে আসবে, শুওর ছানারা। আমার কোনো কাজকর্ম নেই।
হঠাৎ ওপর থেকে আপেলের বৃষ্টি নামল।
শুওর ছানারা বন্দুকের গুলির মতো করে আপেল ছুঁড়তে লাগল। দুষ্টু নেকড়ে পালাবার পথ পায় না।
আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার চলবে না!
কিন্তু তাই...
আমরা...
চালালাম!

আমার পিঠে খাওয়ার সাধ মেটে না। একটি পাহাড় আপেল পিঠে খেতে পারি!

পরদিন...

মেলা দেখতে আসুন
গ্রামের মাঠে
প্রতিযোগিতা! পুরস্কার! খেলা! নাচ!
সবাই আসুন!

পিঠে খাওয়ার প্রতিযোগিতাটা ঠিক আমার জন্যে!

যেতে পারি, ভাই, যেতে পারি?

হ্যাঁ। আমার বাড়ির জন্য আমারো কয়েকটা জিনিষ দরকার। ঐখানেই কেনা যাবে।

ও হো! মেলায় যাওয়া হবে বুঝি? বেশ, সেখানে একটা শূয়োর খাওয়ার প্রতিযোগিতাও করা যাবে!

পরদিন ভোরে...

এবার আমিই সেখানে আগে পৌঁছব!

আমি বন-বন চরকিতে চড়ব!
আমি নাগর দোলায়!
খাবারের জিনিষের দোকানটা ঐ দিকে। তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে।
FERRIS
খুব ভালো। এবার ওদের একটা একটা করে ধরা যাবে।
আরে, আমার জন্যে যে একটাও ঘোড়া বাকি নেই। না, না. এই যে আছে...
এটার গায়ে দেখছি অতি্য লোম!

হঠাৎ শুওর ছানার খেয়াল হল ওটা তো বন্‌-বন্‌ চরকির ঘোড়া নয়।
বাঁচাও!
আমাকে নামিয়ে দাও!
আমাকে নামিয়ে দাও!
নেকড়ের পিঠ থেকে পিছলে পড়ে, শুওর ছানা বাতাসের বেগে দৌড় দিল। কিন্তু চরকি তো ঘুরেই চলেছে, কত দূর আর যাবে!

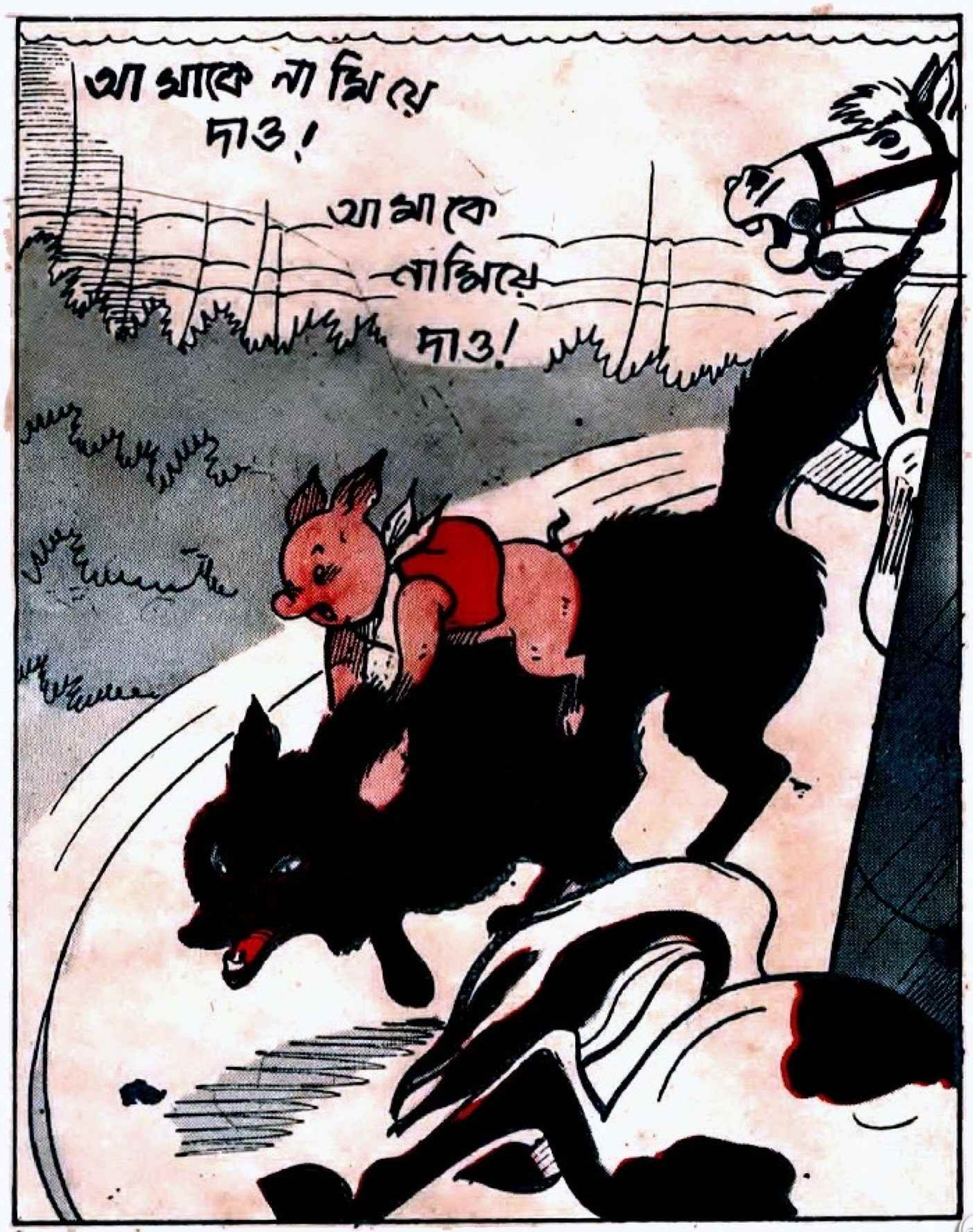

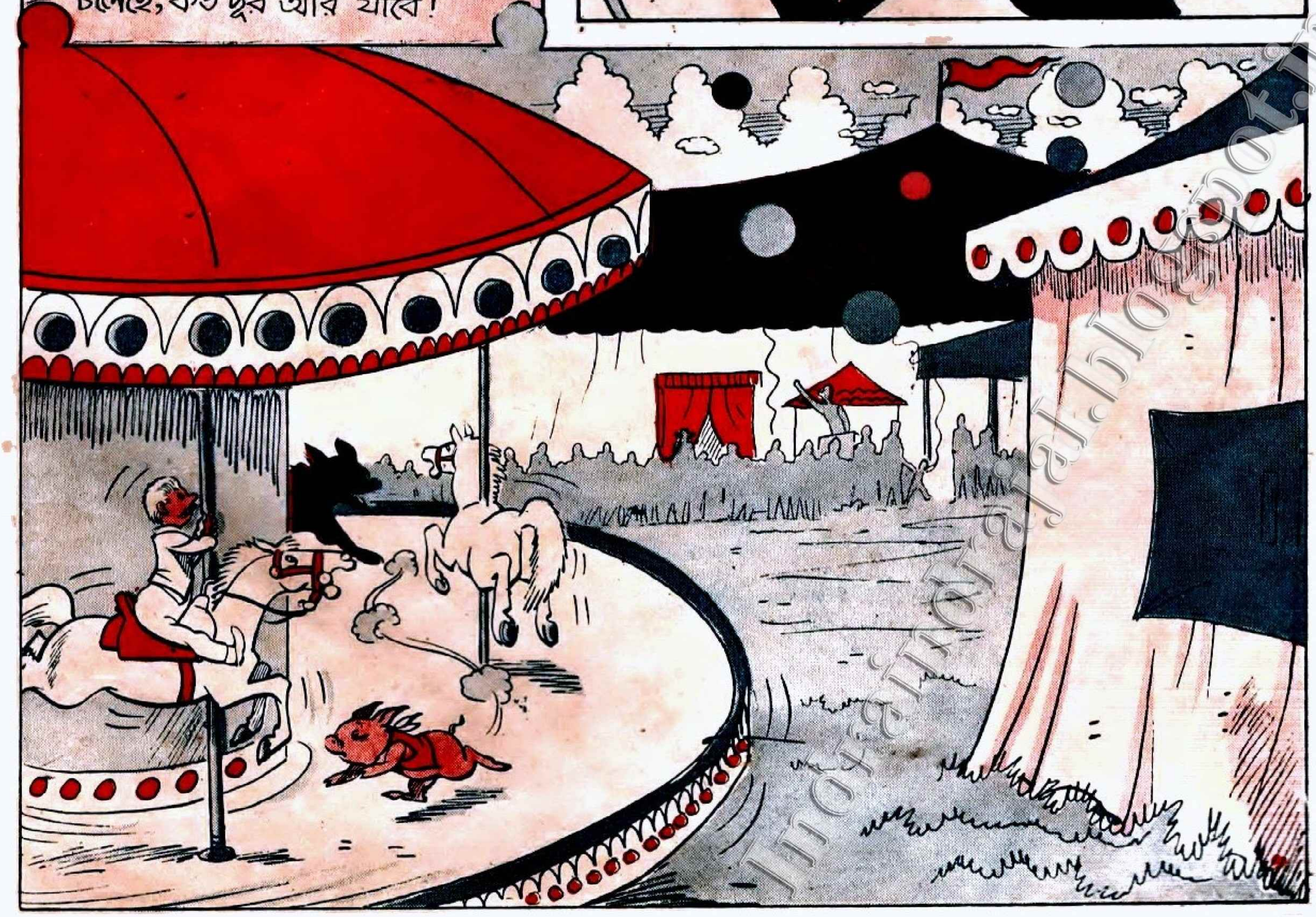

শেষে যখন বাজনা আর চরকি থামল, তখন শূয়োর ছানারো মাথা খুরছে। তখুনি সে ভাইয়ের খোঁজে ছুটল!

আমার জন্যে অ-অপেক্ষা কর!

এই রে! নেকড়েটা এসেছে!

শীগগির করুন মশাই। আমাদের উপরে তুলে দিন!

ওগুলো তো আমার শ্বশুর। এখুনি নামিয়ে দাও!

তুমি নিজেই নামিয়ে আনো না!

আরে, আরে! ওকি! দাঁড়াও!

এই যে শ্বশুর ছানারা। ওকে বিষ্টু উপরে আটকে রাখছি!

indrajal.blogspot.in

নাগর দোলার লোকটা নেকড়েকে দস্তুর মতো ঘুরিয়ে তার মাশুলের দাম দিলে।
এর পর, বেশ কিছুক্ষন ওর শূওর কিম্বা অন্য কিছু খাবার অবস্থা থাকবে না।

ওকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাতে হবে না!

চল, চল, এই জন্যেই তো আসা!
পিঠে খাওয়া প্রতিযোগিতা

indrajal.blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

ও এখনো বাইরে ঘুরছে!

তা হলে ওকে খেতে ডাকা হোক।

এ্যাঁ! সে কি?

নিশ্চয়! ওকে ডাকা যাক। হাঁড়ি তৈরি।

ও নকড়ে দাদা, মনে হচ্ছে তোমার খিদে পেয়েছে। ভিতরে এসে খেয়েই যাও না?

আ-হা-হা

বড়ই দুঃখিত, ভাই. বাতাসে দরজাটা দুম্ করে বন্ধ হয়ে গেল। জানলা দিয়ে এসো!

হু-হু-হু-হু-হু!

আমি যে কি আনাড়ি! জানলাটা গেল ফস্কে! ধোঁয়া বেরুবার চোঙাটা ছাড়া আর তো ভিতরে আসার পথ নেই। কিন্তু তুমি যা প্রকান্ড, ওতে কি আঁটবে?

ও, আঁটব না বুঝি? আচ্ছা আঁটব কিনা দেখাচ্ছি!

BanglaBook.org

indrajaal.blogspot.in

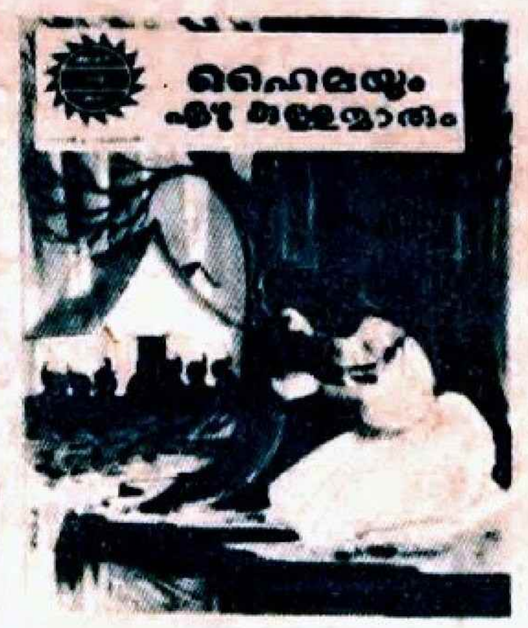

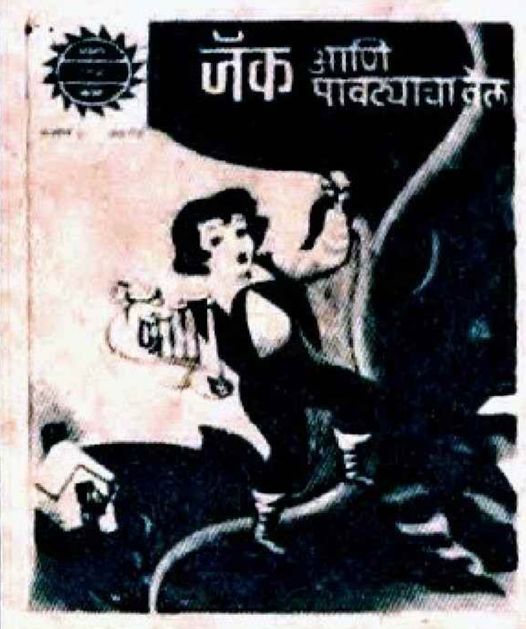

amar chitra katha
WORLD - FAMOUS
CLASSIC PICTURE STORIES
FOR HEALTHY & WHOLESOME ENTERTAINMENT
amar chitra katha
Published in
HINDI
MARATHI
GUJARATI
BENGALI
TAMIL
TELUGU
MALAYALAM
KANNADA
Jack & The Bean Stalk
Little Red Riding Hood
Cinderella
The Magic Fountain
Aladdin & His Lamp
Pinochhio
The Three Little Pigs
The Wizard Of Oz
The Sleeping Beauty
Snow White & Sever Dwarfs
PRICE : 75 P.
Available at all book sellers-or at
INDIA BOOK HOUSE,
Dept. M.O. BOMBAY 26.

শিকারে গেলে, যতক্ষণ না শিকারের জানোয়ার চোখে পড়ে, চিতার চোখে ঠুলি পরানো থাকে।

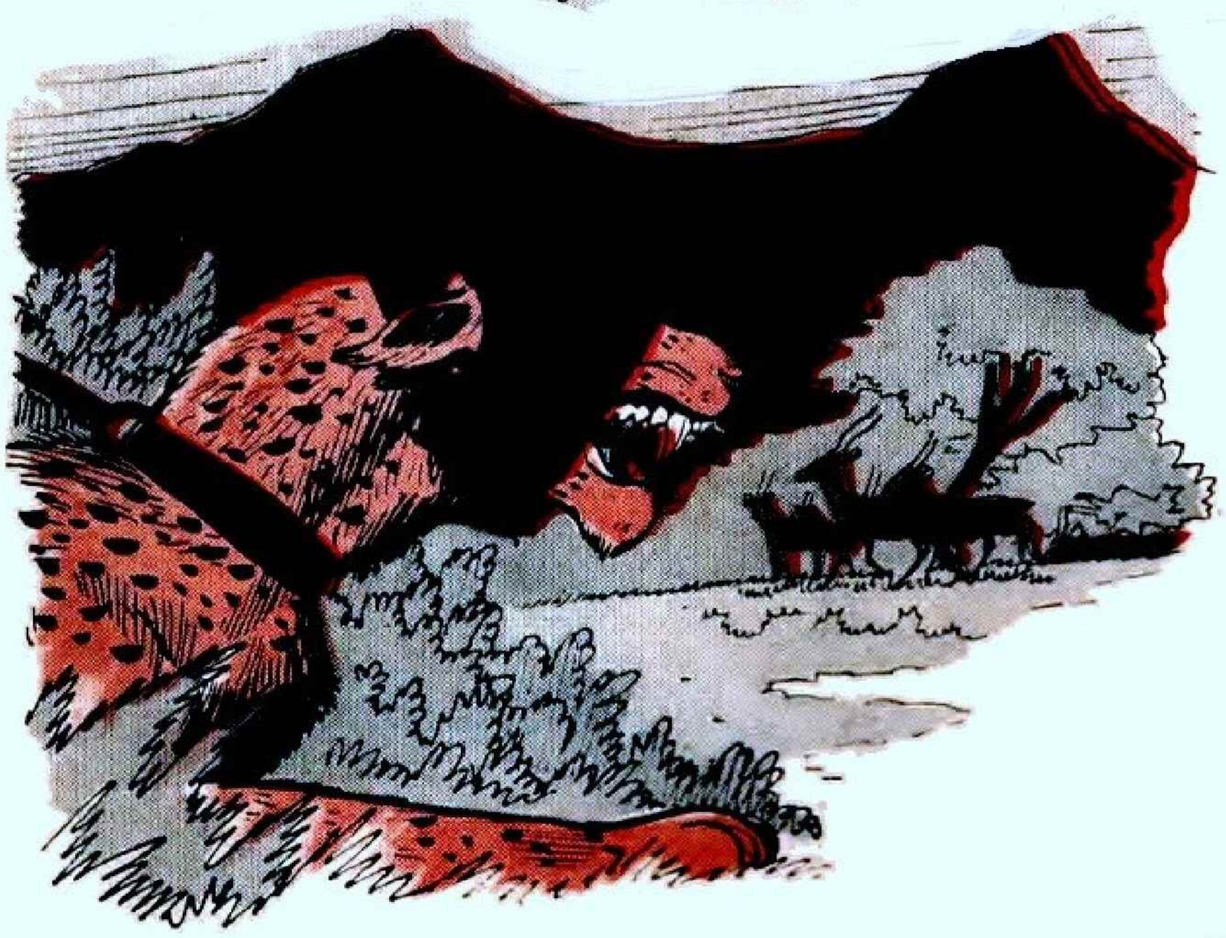

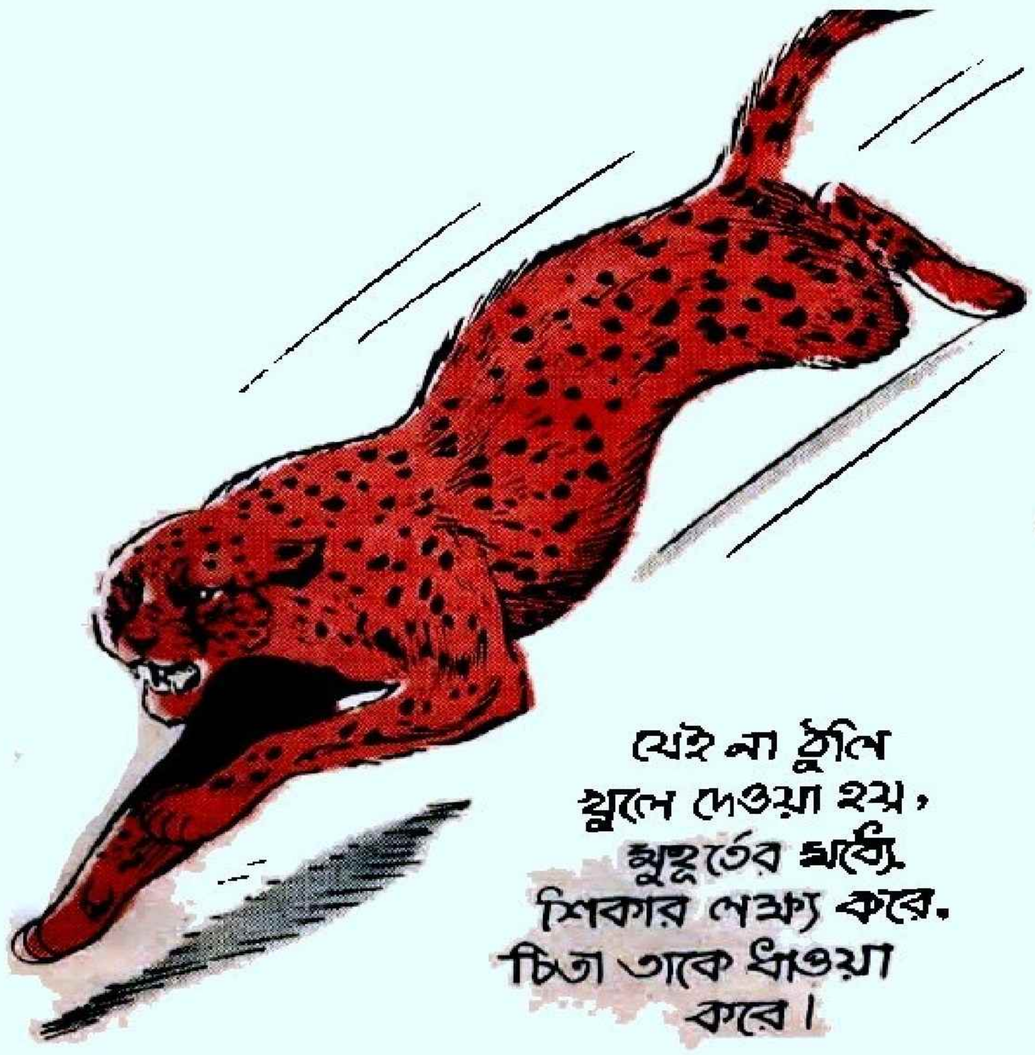

যেই না ঠুলি খুলে দেওয়া হয়, মুহূর্তের মধ্যে শিকার লক্ষ্য করে. চিতা তাকে ধাওয়া করে।

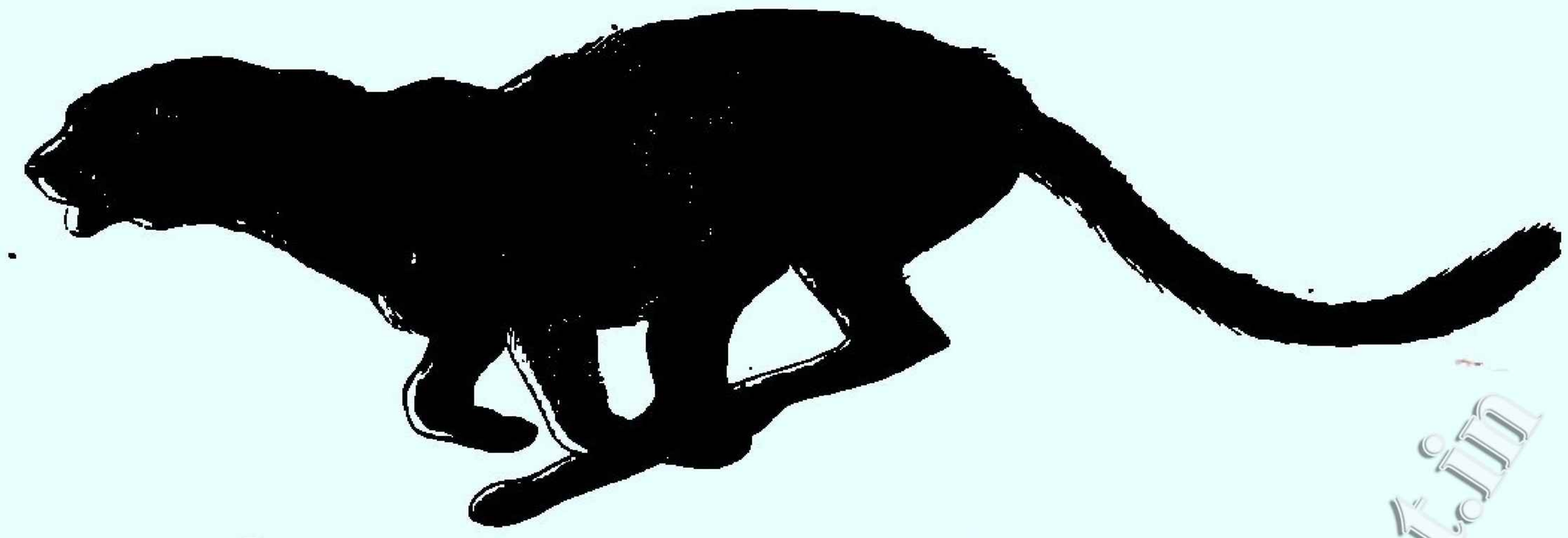

চিতার চলাফেরা বড় সুন্দর। এরা বেড়ালের জাত-ভাই। আমাদের দেশে লোকে কখনো কখনো চিতা পোষে, কিম্বা শিকারের জন্য ব্যবহার করে।

ঘড়ি ধরে দেখা গিয়েছে যে দ্রুতগামী মোটর গাড়ির সঙ্গেও চিতা সমানে দৌড়তে পারে। জানোয়ারদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে দ্রুতগামী। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে চিতারা ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে দৌড়তে পারে।

চিতার শিকার বড় একটা ফসকায় না। অন্য জানোয়ার যতো তাড়াতাড়িই দৌড়ক না কেন, চিতা আরো জোরে যায়।

3 brothers/BE

সুশ্রী দাঁতের
পাটীতেই,
মেয়েদের মুখের সৌন্দর্য্য।

COURTSEY W.H.O.

আপনার মুখ –
স্বাস্থ্য ও রোগ
দুইয়েরই
প্রবেশ পথ।

কাজেই বিশেষ
ভাবে উহাকে
রক্ষা করা চাই।

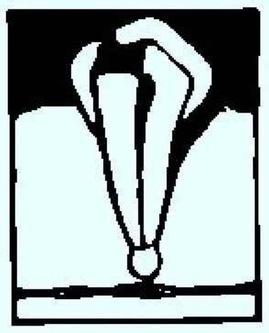

জণ্ডু ধবলদন্ত

টুথ পাউডার

আমাদের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদন। ইহাতে মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে, দাঁতকে মজবুত রাখে, সুদৃঢ় ও সমুজ্জ্বল করে।

দন্তক্ষয় রোগে যদি একটী দাঁত একবার আক্রান্ত হয় এবং ঐ দাঁতের চিকিৎসা সময়েনা করা যায়, তাহা হইলে সারাদেহে উহার সংক্রামন হইতে পারে।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ZANDU

জণ্ডু ফারমাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিমিটেড
বম্বে-২৫।

Indraindraja.blogspot.in

তিনটে খুদে লোক কলম কিনতে গেল
1GNO
"গঠন হওয়া চাই চমৎকার!"
"টেকে যেন অনেকদিন!"
"আর নিবটা যেন মসৃন হয়!"
STORES
Fleet
ফ্লিট এক অপূর্ব কলম, তার রি-ফিল ও —
সঙ্গে আছে ফ্লাইকল !
ওয়াটুমাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ,
"ডেলস্টার", হিউজেস্ রোড, বোম্বাই- ২৬.